



## 93066 - ইফতারকালে পঠতিবয দযোয

### প্রশ্ন

যে হাদসিগুলোর ব্যাপারে আলমেগণ বলছেন “যায়ফি বা দুর্বল” সসেব হাদসি দিয়ে দযোয করার হুকুম কি?

১. ইফতাররে সময়: ‘আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু, ওয়া আলা রযিককি আফতারতু’ (অর্থ হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্যই রযোয রেখেছি এবং আপনার দযোয রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।)

২. ‘আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আসতাগফরিুল্লাহ্। আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউজু বকি মনিান্নার’ □ এ দযোযটি পড়া কি শরয়িতসম্মত, জায়যে নাকি জায়যে নয়? নাকি মাকরুহ? নাকি শুদ্ধ নয়; হারাম?

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ্।

এক:

আপনি ইফতাররে যে দযোযটি উল্লেখ করেছেন সটে একটি দুর্বল হাদসি এসছে। হাদসিটি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে মুয়ায বনি যাহরা থেকে বর্ণতি হয়ছে যে, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পেঁছছে যে, যখন কটে ইফতার করে তখন সে যনে বল, আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রযিককি আফতারতু” (অর্থ- হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্য রযোয রেখেছি। এবং আপনার দযোয রযিকি দিয়ে ইফতার করছি।)

তবে এ দযোযর পরবির্তে সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে যে দযোযটি বর্ণতি হয়ছে সটেই যথেষ্ট। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতনে তখন বলতনে: “যাহাবায যামাউ, ওয়াব তাল্লাতলি উরুক্বু ও ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্।” (অর্থ- তৃষ্ণা দূর হয়ে গেলে, শরি-উপশরি সক্তি হল এবং ইনশাআল্লাহ্, সওয়াব সাব্যস্ত হল) [আলবানী ‘সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে’ হাদসিটিকে হাসান আখ্যায়তি করেছেন]

দুই:

রযোযদাররে জন্য রযোয অবস্থায় ও ইফতারকালীন সময়ে দযোয করা মুস্তাহাব। দললি হছছ, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্, যখন আমরা আপনাকে দেখে আমাদের অন্তরগুলো কটমল হয়ে যায় এবং আখরোতমুখী হয়ে উঠি। আর আমরা যখন আপনার সাক্ষাত থেকে চলে যাই তখন দুনিয়া আমাদেরকে আকৃষ্ট করে, আমরা নারী



ও সন্তানে মুগ্ধ হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা আমার কাছে থাকাকালে যে অবস্থায় থাক সর্বদা যদি সে অবস্থায় থাকত তাহলে ফরেশেতারা তাদের হাত দিয়ে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত, তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করত। আর যদি তোমরা গুনাহ না করত তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত; যাত করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে জান্নাতেরে বিবরণ দনি, জান্নাতেরে ভবনগুলো কমন হব? তিনি বলেন: একটি ইট হব স্বর্ণেরে, অপরটি হব রৌপ্যেরে। প্লাস্টার হচ্ছ- উত্তম সুঘ্রাণেরে মসিক দিয়ে। কংকর হব মুক্তা ও নীলকান্তমণির। মাটি হব জাফরানেরে। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশে করবে সে সেখানে নয়োমত ভোগ করবে; কখনও দুর্ভোগে পড়বে না। চরিদনি সেখানে থাকবে; কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাকাদি পুরাতন হব না। তার যৌবন শেষ হব না। তিনি ব্যক্তরি দোয়া ফরতে দোয়া হয় না: ন্যায়পরায়ন শাসক, রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করা অবধি এবং মজলুম ব্যক্তি। মজলুমেরে দোয়া মঘেরে উপরে বহন করা হয়, মজলুমেরে দোয়ার জন্ম আসমানেরে দরজাগুলো খুলে দোয়া হয়। রব্ব বলতে থাকনে: আমার গটৌবরে শপথ, কিছু সময় পরে হলেও আমি তোমাকে সাহায্য করব।” [মুসনাদে আহমাদেরে তাহকীক এর মধ্যে শূয়াইব আরনাউত হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন]

সুনানে তরিমযিরি রেওয়াজতে (২৫২৫) এসছে, “রোযাদার ইফতার করাকালে...”[আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি আখ্যায়তি করছেন]

অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে পারনে, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারনে, ইসতগিফার করতে পারনে, শরয়িত অনুমোদতি যে কোন দোয়া করতে পারনে। তবে, আপনি প্রশ্নে যে ভাষ্যে দোয়াটি উল্লেখ করছেন “আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসতাগফরিল্লাহু, আসআলুকাল জান্নাহ, ওয়া আউযুবকি মনিান্নার” এ ভাষায় আমরা দোয়াটি পাইনি।

আল্লাহ্ ভাল জাননে।